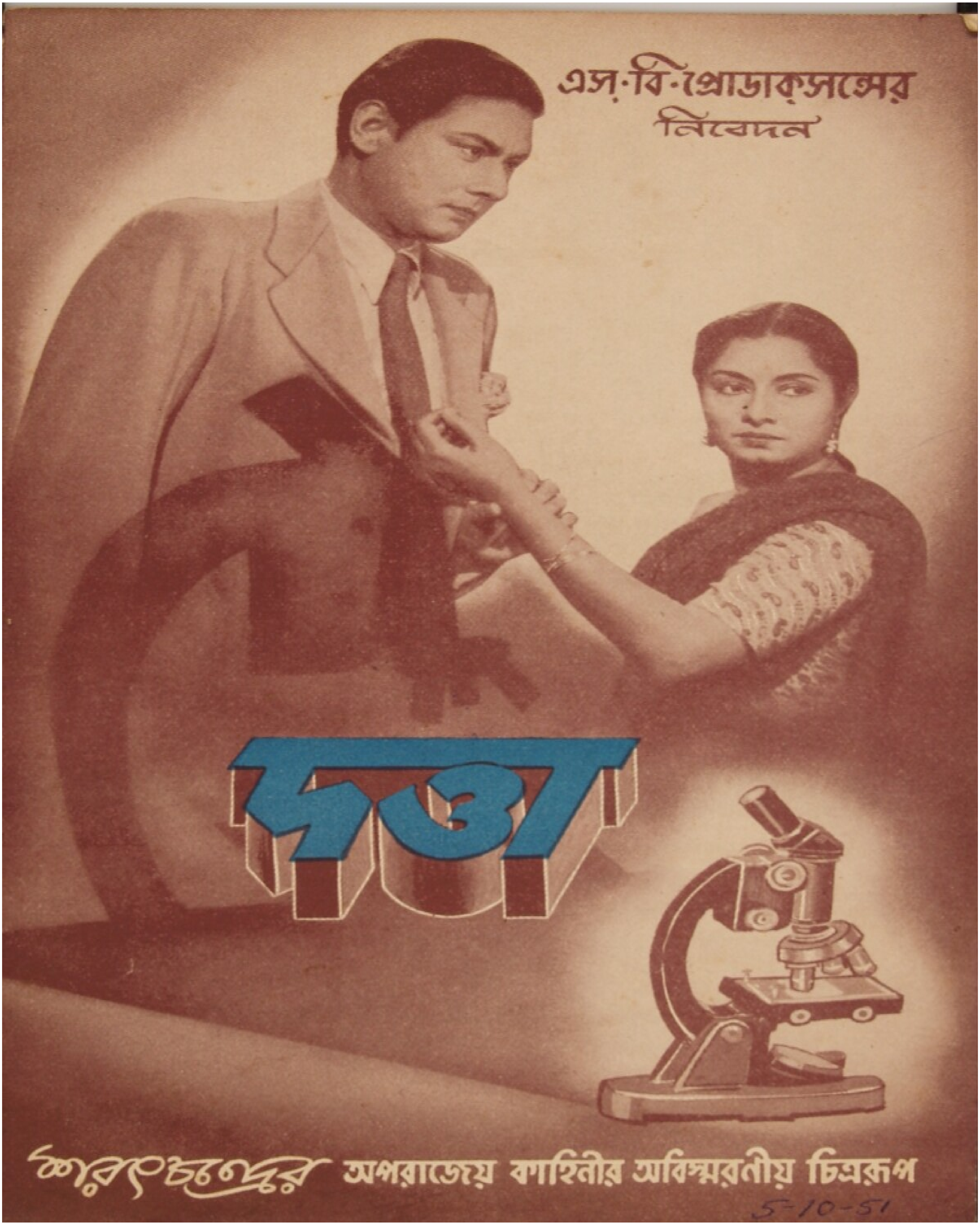
এস.বি.প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
দত্তা
শরৎচন্দ্রের অপরাজেয় কাহিনীর অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ
5-10-51

এস, বি, প্রোডাকসন্সের
তৃতীয় নিবেদন
অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

দত্তা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গীত-সমৃদ্ধ

প্রযোজক : সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা : সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : বিভাপতি ঘোষ
শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত ও তপন সিংহ
শিল্প-নির্দ্দেশক : ব্রতীন ঠাকুর
সঙ্গীত পরিচালনা : তিমিরবরণ
রবীন্দ্রগীতি-পরিচালনা : দ্বিজেন চৌধুরী
যন্ত্র-অভিব্যঞ্জনা : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
চিত্র সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
প্রচার-শিল্পী : অনুশীলন এজেন্সি লিঃ

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : বীরেন ভঞ্জ, অরুণ সেন, বিজয় বসু
চিত্রশিল্পে : সমীর ভট্টাচার্য্য, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়
পট-চিত্রণে : শান্তি দাস
আলোক-সম্পাতে : হরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সামন্ত, সুধীর, নিধি, অভিমন্যু
শব্দধারণে : তপন সান্যাল
সম্পাদনায় : দুলাল দত্ত
মঞ্চ-শিল্পে : শিবপদ ভৌমিক, বেনারসীলাল
রূপ-সজ্জায় : ত্রিলোচন, যমুনা দাস, বৈজরাম ও বেচু
ব্যবস্থাপনায় : কমলেশ চক্রবর্ত্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—ক্র্যাফট্‌স্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ, ১৫বি, ক্যানাল ষ্ট্রীট, ইটলী

ক্যাল্‌কাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

আর, সি, এ, ফটোফোন যন্ত্রে শব্দ-যোজিত

রসায়নাগারাধ্যক্ষ—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী লিঃ

চরিত্র-রূপায়ণে

সুনন্দা দেবী

অহীন্দ্র, পূর্ণেন্দু, জহর, অনুভা, রঞ্জিৎ, মনোরঞ্জন, অপর্ণা, ঊষাবতী, কালী সরকার, ব্রতীন ঠাকুর, পাপা, সুখেন, ননী, বিজয়, নগেন, সুশীল প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স

শরৎচন্দ্রের

দত্তা

সেকালে, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের তিনটি রত্ন জগদীশ, বনমালী ও রাসবিহারী পাশাপাশি তিনটি গ্রাম হইতে প্রত্যহ পদব্রজে পাঠাভ্যাস করিতে আসিত। বাল্যকালে তাহারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিল এবং সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সারাটা জীবন এইরূপ নিবিড় সখ্যতায় অতিবাহিত করিয়া দিবে।

কিন্তু, যৌবনে, ব্রাহ্মধর্মের জোয়ারে বনমালী ও রাসবিহারী ভাসিয়া গেল। গ্রাম্য কুৎসার ফলে বনমালী তাহার জমিদারী ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। রাসবিহারী লোকনিন্দা সহ্য করিয়া গ্রামেই রহিয়া গেল এবং বনমালীর সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে লাগিল। ওদিকে, জগদীশ সস্ত্রীক এলাহাবাদে গিয়া বাসা বাঁধিল। কিছুদিন পরে জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে লিখিল,—তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে পুত্রবধূ করিব। বনমালী উত্তর দিল,—যদি সন্তান হয়, তোমাকে দিব।

বোধ করি একদার এই সম্ভাব্য মধুর সূত্রটির কথা স্মরণ করিয়াই, পঁচিশ বছর পরে মৃত্যুশয্যায় বনমালী কন্যা বিজয়াকে নির্দ্দেশ দিয়া গেল, যেন সে দেনার দায়ে জগদীশের দেশের বাড়ীটি বিক্রী করিয়া না লয়। ইতিমধ্যে জগদীশের প্রচুর অবনতি ঘটিয়াছিল। তাহার পুত্র নরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া

ফিরিয়াছে। কিন্তু, সে নিজে, পরিণত বয়সে, মদ এবং জুয়ার প্রবল আকর্ষণে, তাহার যথাসর্বস্ব বনমালীর কাছে বন্ধক দিয়া অবশেষে একদিন মত্ত অবস্থায় ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইল।

রাসবিহারীর পুত্র বিলাসবিহারীও পৈতৃক সূত্রে বিজয়াদের বাড়ীতে যাতায়াত করিত। তাহাদের এই পরিচয় যে একদা কোন একটি মধুর সম্পর্কে পর্যবসিত হইতে পারে এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিত—এমন কি বিজয়া নিজেও। বনমালীর মৃত্যুর পর বিলাসবিহারীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বিজয়া তাহার পিতৃপিতামহের আবাসস্থলে উপস্থিত হইল।

সেখানেই, শরতের এক প্রান্তে, প্রতিবেশী পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভাগিনেয় বলিয়া পরিচয় দিয়া যে যুবকটি রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর মতের বিরুদ্ধে দুর্গাপূজা ও উৎসব সম্পর্কে বিজয়ার সম্পূর্ণ সমর্থন আদায় করিয়া লইয়া গেল, উপস্থিত কেহই তাহাকে নরেন্দ্রনাথ বলিয়া চিনিতে পারিল না। কিন্তু, এই ঘটনায়, বিজয়ার সম্মুখে বিলাসের চরিত্রের কদর্যতা একেবারে নগ্ন হইয়া দেখা দিল। কিছুদিন পরে, রাসবিহারী বিজয়ার নিকট জগদীশের বাড়ীটি দখল করিয়া সেখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিল। পিতার অন্তিম ইচ্ছা বিজয়া রাসবিহারীকে জানাইলেও, রাসবিহারী ক্ষান্ত হইল না। বাল্যবন্ধুর গৃহটিকে গ্রাস করিয়া সেখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যবস্থাই সে পাকা করিয়া ফেলিল।

পূর্ণ গাঙ্গুলীর ভাগিনেয়র প্রকৃত পরিচয় বিলাসবিহারীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে একদিন প্রকাশিত হইয়া গেল। ইতিপূর্বে গ্রামের নদীতীরে বিজয়ার সহিত যুবকটির বারকয়েক দেখা হইয়াছিল এবং তাহার ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারে বিজয়া যে মুগ্ধ হইয়াছিল, এ কথাও সত্য। কিন্তু সেই যে জগদীশের পুত্র এবং রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর প্রধানতম চক্ষুশূল নরেন, একথা জানিবামাত্র এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিচিত্র অনুভূতি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

পরস্পরের পরিচয়ের কিছুদিন পরে, একদা নরেন বিজয়াকে জানাইল যে সে বর্মায় চলিয়া যাইবে। অর্থাভাবের জন্য তাহার একমাত্র সম্বল মাইক্রোসকোপটি সে বিক্রয় করিতে চায়। কি জানি কি মনে করিয়া, বিজয়া মাইক্রোসকোপটি দেখিতে চাহিল। এই মাইক্রোসকোপ বিক্রয়ের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে যেমন বিজয়া ও নরেনের মধ্যে উপভোগ্য হাস্য-পরিহাসের সৃষ্টি হইল, অন্যদিকে তেমনি রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী হিংসার তীব্র বিষে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। নরেনের প্রভাব হইতে বিজয়াকে মুক্ত করা যে আশু প্রয়োজন, একথা রাসবিহারী বুঝিতে পারিল। তাই, ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বসন্ধ্যায় সমবেত নিমন্ত্রিতদের মাঝে পাকা খেলোয়াড়ের মত সে ঘোষণা করিল যে বিজয়া ও বিলাসের বিবাহের পুণ্যলগ্ন সমাগতপ্রায়।

মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। আচার্য্য দয়ালচন্দ্রকে জমিদারীতে একটি কাজে বহাল করা হইল। কিছুদিন পরে বিজয়া প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইল। সেই অসুখের ঝোঁকেই, নরেনের উপস্থিতিতে সকলের সমক্ষে তাহার অন্তরের গোপনতম কথাটি সে এমনভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলিল, যে বিলাস আর সহ্য করিতে না পারিয়া কুৎসিৎভাবে নরেনকে অপমান করিল। ধূর্ত্ত রাসবিহারী পাকে প্রকারে নরেনকে জানাইয়া দিল যে আগামী বৈশাখে বিলাস ও বিজয়ার বিবাহ স্থির হইয়াছে। সংবাদটির জন্য নরেন প্রস্তুত ছিল না। শুনিয়া তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল। তীব্র বেদনার মধ্য দিয়া সে বুঝিতে পারিল নিজের অগোচরেই সে বিজয়াকে একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে।

নববর্ষের প্রভাতে উৎসবের মধ্যে বিজয়া ও বিলাসের বিবাহের সংবাদ পুনঃপ্রচার করা হইল। উৎসবের শেষে বিজয়া নরেনকে তাহার গৃহে আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু নরেন রাজী হইল না। ফলে উভয়ের মধ্যে খানিকটা তিক্ততার সৃষ্টি হইল। দয়ালচন্দ্রের ভাগ্নী নলিনীকে সঙ্গে লইয়া নরেন চলিয়া গেল। কিন্তু

পথিমধ্যে বিজয়ার চাকর আসিয়া নরেনকে জানাইল যে বিজয়া তাহার গৃহে নরেনকে ডাকিতেছে। নরেন ফিরিয়া গেল।

বিজয়ার গৃহেই কথাপ্রসঙ্গে নরেন বলিল যে একদা বনমালীবাবু তাঁহাকে তাহার বাড়ীটি যৌতুক-স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কৌতূহলী বিজয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে নরেনের বিলাতে উচ্চশিক্ষা লাভের সমস্ত ব্যয় বনমালীবাবুই বহন করিয়াছিলেন, এবং এই বিশাল সম্পত্তি, ইহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণীটিকে পর্য্যন্ত নরেনকে দান করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ অবশ্য নরেনের সেই দাবী সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অর্থহীন। মুহূর্ত্তমধ্যে বিজয়ার চোখে রাসবিহারীর সমস্ত চক্রান্ত দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিবাহের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, অসহ্য দোটানার মধ্যে বিজয়ার হৃদয় ততই ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। এমন সময় শোনা গেল যে নরেন নাকি ইদানীং প্রত্যহ নলিনীকে পড়াইতেছে ; দুজনের অন্তরঙ্গতাও নাকি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুনিয়া আকুল হৃদয়ে বিজয়া দয়ালবাবুর বাড়ীতে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিল, নরেন ও নলিনী গল্পগুজব করিতেছে। বিজয়ার হৃদয়ের সমস্ত অব্যক্ত বেদনা এক নিমেষে পুরুষজাতির প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়াই বিজয়া দেখিল, রাসবিহারী ব্রাহ্মবিবাহের রেজেষ্ট্রীর দলিল লইয়া বসিয়া আছে। সেই দলিলে বড় বড় করিয়া সে নিজের নাম সহি করিয়া দিল।

কিন্তু, মুখের সত্য কি বুকের সত্য হইতেও বড় ? বিজয়ার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন করিয়া আজ কি তাহার মুখের কথাটাকেই বড় করিয়া তুলিতে হইবে ?

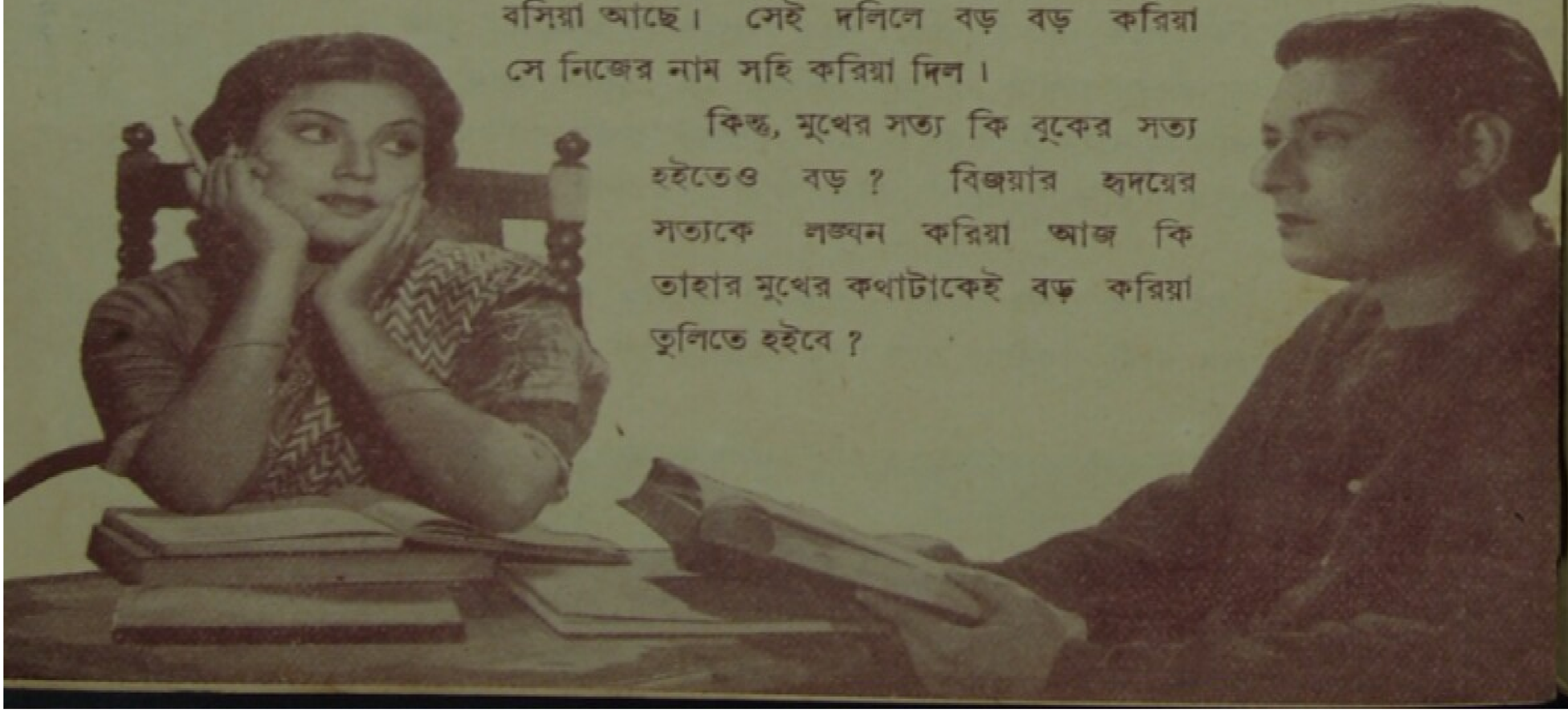

সঙ্গীতাংশ

(১)

আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও ।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধূলায় ঢাকা—
ধুইয়ে দাও ॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দাও ॥
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল
প্রভাত হাওয়া ।
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥
আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও ।
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও ॥
আমার পরাণ বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান ।
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান ।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও ॥
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া প্রাণে পাগল গানের হাওয়া ।
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

দীপ নিভে গেছে মম, নিশীথ সমীরে ।
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ॥
এ পথে যখন যাবে, আঁধারে চিনিতে পাবে,
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে ॥
আমারে পড়িবে মনে কখন, সে লাগি' /
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি ;
ভয়, পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখি পাতে ;
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে ;
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে ।
দীপ নিভে গেছে মম ॥

—রবীন্দ্রনাথ ।

(৩)

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে—এই সঙ্গীতে ॥
ও কি তার উত্তরীয়—
ও কি তার উত্তরীয় অশোক শাখায় উঠলো দুলি'
আজি কি পলাশ বনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি ।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে—ঐ ভঙ্গীতে ॥
না গো না দেয়নি ধরা—
না গো না দেয়নি ধরা হাসির ভরা
দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে ।
মিছে এই হেলা দোলায়—
মিছে এই হেলা দোলায় মনকে ভোলায়
ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে ।
না গো না দেয়নি ধরা ॥
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্তরাতে
নয়নের আড়ালে তার নিত্য জাগার আসন পাতে
ধেয়ানের বর্ণচ্ছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে
রয় রঙ্গিতে—রয় রঙ্গিতে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ।

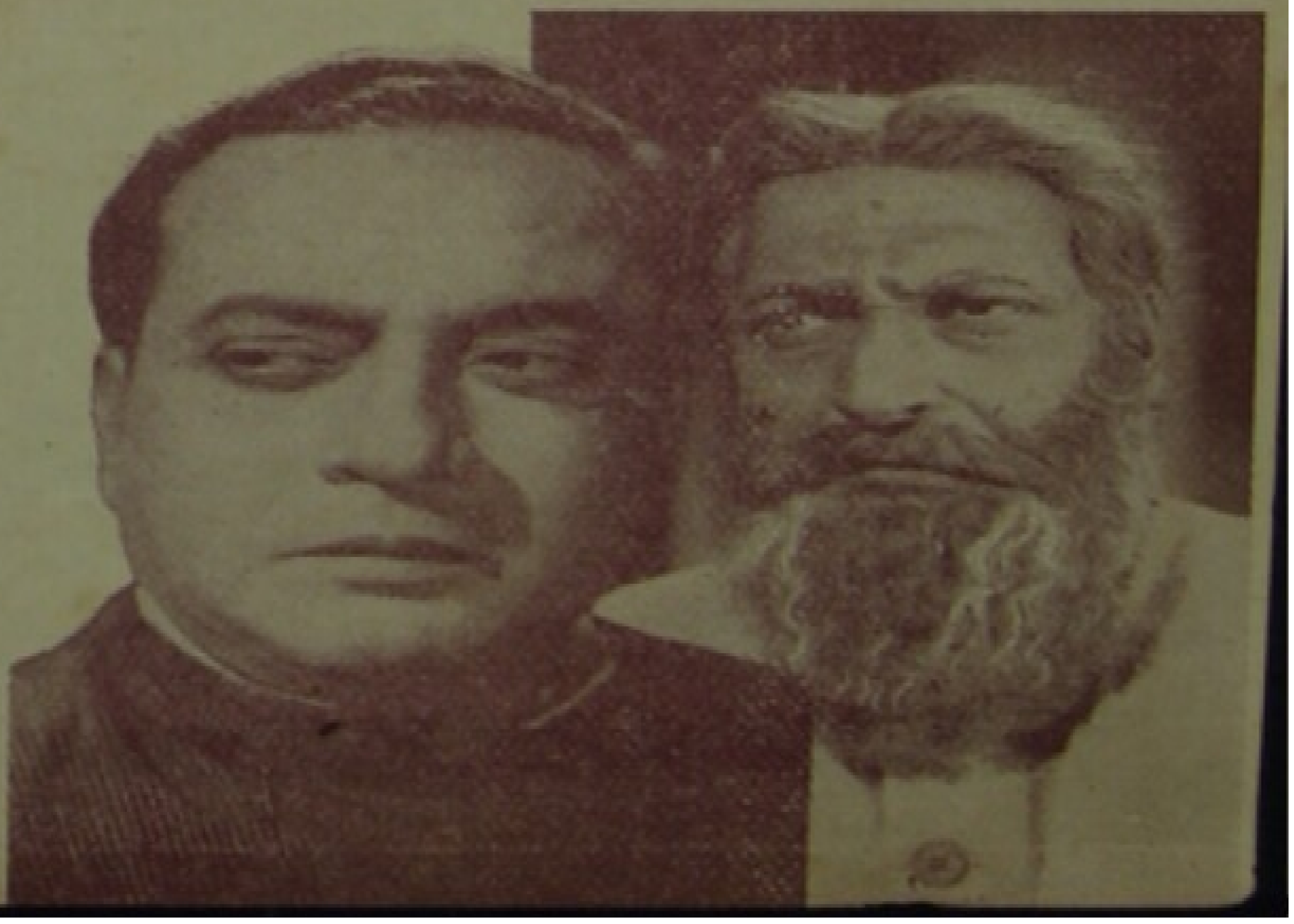

এস, বি, প্রোডাকসন্সের

আগামী নিবেদন

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের

পল্লীসমাজ

ও

দেনা পাওনা

চিত্র-পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্সের তরফ হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য— দুই আনা